বার্ষিক প্রতিবেদন
২০২০-২০২১

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (আমাই)

ইউনেস্কো ক্যাটেগরি-২ ইনস্টিটিউট

সূচিপত্র

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠার পটভূমি ২

২০২০-২০২১ অর্থবছরের কার্যাবলি

- মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২১ উদ্‌যাপন ২
- 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা জাতীয় পদক ২০২১' ও 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা আন্তর্জাতিক পদক ২০২১' প্রদান ৩
- আন্তর্জাতিক সেমিনার ৫
- জাতীয় সেমিনার ৬
- চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা ৮

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট কর্তৃক ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ জাতীয় দিবস হিসেবে উদ্‌যাপন ৯

১৭ মার্চ ২০২১ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০১তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন ১০

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৫তম শাহাদত বার্ষিকী উদ্‌যাপন ১১

প্রশিক্ষণ কর্মসূচি

- বাংলা ভাষার ব্যবহার শীর্ষক প্রশিক্ষণ ১২
- অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ ১৩

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সেমিনার

- জাতীয় সেমিনার : ২৯ ডিসেম্বর ২০২০ ১৪
- আন্তর্জাতিক ওয়েবিনার : ২৯ জানুয়ারি ২০২১ ১৫
- জাতীয় সেমিনার : ২৮ জুন ২০২১ ১৭
- জাতীয় সেমিনার : ২৯ জুন ২০২১ ১৭

প্রকাশনা ১৯

করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) প্রতিরোধকল্পে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের গৃহীত কার্যক্রম ২০

২০২০-২০২১ অর্থবছরের জুলাই ২০২০ থেকে জুন ২০২১ পর্যন্ত ব্যয় বিবরণী ২২

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠার পটভূমি

বিশ্বের বিপন্ন ও প্রায়-বিলুপ্ত ভাষাসমূহের সংরক্ষণ ও বিকাশের লক্ষ্যে ১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর জাতিসংঘ কর্তৃক অমর একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ঘোষণা করা হয়। এই স্বীকৃতির ফলে মাতৃভাষার সম্মান ও মর্যাদা রক্ষায় ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে বাঙালির অতুলনীয় আত্মদানের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস বিশ্বময় পরিচিতি লাভ করেছে। জাতি-ধর্ম-বর্ণ-গোষ্ঠী ও সম্প্রদায় নির্বিশেষে পৃথিবীর সকল মাতৃভাষাভাষী এ অর্জনের ফলে উজ্জীবিত এবং মাতৃভাষার উন্নয়ন ও আধুনিকায়নে অনুপ্রাণিত হয়েছে। উল্লেখ্য, এ স্বীকৃতি অর্জনে প্রাথমিক পর্যায়ে কানাডা প্রবাসী প্রয়াত রফিকুল ইসলাম ও আবদুস সালাম এবং কানাডার বহুভাষিক ও বহুজাতিক সংগঠন *Mother Language Lovers of the World* (বিশ্ব মাতৃভাষা প্রেমিক গোষ্ঠী) সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। কিন্তু গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও বঙ্গবন্ধু-কন্যা শেখ হাসিনার সময়োচিত ও ত্বরিত পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে এ সাফল্য বাস্তব রূপ লাভ করে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৯৯৯ সালের ৭ ডিসেম্বর পল্টন ময়দানে অনুষ্ঠিত বিশাল জনসভায় ঘোষণা করেন, 'পৃথিবীর বিকাশমান ও বিলুপ্তপ্রায় ভাষাগুলির মর্যাদা ও অধিকার রক্ষায় গবেষণার জন্য ঢাকায় একটি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট স্থাপন করা হবে।' অতঃপর জাতিসংঘের তৎকালীন মহাসচিব কফি এ আনান-এর উপস্থিতিতে তিনি ১৫ মার্চ ২০০১-এ ঢাকার সেগুনবাগিচায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০১০ সালের অমর একুশে ফেব্রুয়ারি ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট ভবনের শুভ উদ্বোধন করেন। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠার পর থেকেই সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে কাজ করছে। উল্লেখ্য, ১২ জানুয়ারি ২০১৬ এ প্রতিষ্ঠান ইউনেস্কো ক্যাটেগরি-২ ইনস্টিটিউটের স্বীকৃতি লাভ করেছে।

২০২০-২০২১ অর্থবছরের কার্যাবলি

মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২১ উদ্‌যাপন

মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২১ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট কর্তৃক চার দিনব্যাপী অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করা হয়। ২১ ফেব্রুয়ারি অপরাহ্নে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রধান অতিথি হিসেবে ভার্চুয়ালি উপস্থিত থেকে এ অনুষ্ঠানমালার শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন। মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি এম.পি.-র সভাপতিত্বে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের সচিব মোঃ মাহবুব হোসেন।

ভাষা আন্দোলনে বঙ্গবন্ধু শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক কবি হাবীবুল্লাহ সিরাজী। এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপমন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী এম.পি.। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ইউনেস্কো-র বাংলাদেশ প্রতিনিধি ও ঢাকা অফিস প্রধান মিজ বিয়াট্রিস কালডুন (ভার্চুয়ালি) এবং আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক অধ্যাপক ড. জীনাত ইমতিয়াজ আলী।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে চাকমা, মারমা, ককবরক, গারো, সাদরি ও বাংলা ভাষার শিশুরা তাদের মাতৃভাষায় পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন ও নিজ ভাষার মাধ্যমে শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টির জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা-কে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর নিকট থেকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা জাতীয় পদক ২০২১ গ্রহণ করছেন জাতীয় অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম

'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা জাতীয় পদক ২০২১' ও 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা আন্তর্জাতিক পদক ২০২১' প্রদান

মুজিব জন্মশতবর্ষ উপলক্ষ্যে এ বছর প্রথমবারের মতো 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা জাতীয় পদক ২০২১' ও 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা আন্তর্জাতিক পদক ২০২১' প্রদান করা হয়। 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা পদক নীতিমালা ২০১৯' অনুসারে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য অনুযায়ী পৃথিবীর বিভিন্ন মাতৃভাষার সংরক্ষণ, পুনরুজ্জীবন ও বিকাশ, মাতৃভাষায় রচিত ও প্রকাশিত মানসম্পন্ন গ্রন্থ, মাতৃভাষার গবেষণা, মাতৃভাষার সংরক্ষণ, পুনরুজ্জীবন ও বিকাশে ডিজিটাল প্রযুক্তি উদ্ভাবন, বহির্বিশ্বে মাতৃভাষা ও বিদেশি ভাষার প্রচার ও প্রসার, মাতৃভাষায় রচিত সাহিত্য ও প্রাসঙ্গিক বিষয়ে রচিত মৌলিক গ্রন্থ বিদেশি ভাষায় অনুবাদ, বিদেশি ভাষায় রচিত সাহিত্য ও অন্যান্য বিষয়ে রচিত গ্রন্থসমূহের বাংলা ভাষায় অনুবাদ ইত্যাদি বিষয়ে বিশেষ অবদানের জন্য জাতীয় পর্যায়ে দুটি ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে দুটি, মোট ০৪ (চার)-টি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা পদক প্রবর্তন করা হয়।

'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা জাতীয় পদক ২০২১' লাভ করেছেন জাতীয় অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম এবং মথুরা বিকাশ ত্রিপুরা। 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা আন্তর্জাতিক পদক ২০২১'-এ ভূষিত হয়েছেন the Republic of Uzbekistan-এর নাগরিক Mr. Ismailov Gulom Mirzaevich এবং Bolivia-র প্রতিষ্ঠান the Activismo Lenguas (Language Activism).

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী জাতীয় অধ্যাপক রফিকুল ইসলামকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা জাতীয় পদক ২০২১ প্রদান করেন। মঞ্চে এ সময় উপস্থিত ছিলেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপমন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী এম.পি., মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের সচিব মোঃ মাহবুব হোসেন, বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক হাবীবুল্লাহ সিরাজী এবং আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক জীনাত ইমতিয়াজ আলী

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পদকপ্রাপ্তদের অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। তিনি তাঁর বক্তৃতায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ঘোষণার জন্য যাঁরা প্রচেষ্টা গ্রহণ করেছেন তাঁদের অবদান কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করেন। এ দিবসের স্বীকৃতি প্রদানের জন্য তিনি ইউনেস্কো-কে বিশেষ ধন্যবাদ জানান। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেন :

> 'ভাষা আন্দোলনে বঙ্গবন্ধুর সম্পৃক্ততার কথা ইতিহাসের পাতা থেকে মুছে ফেলার চক্রান্তও করা হয়, কিন্তু সত্যকে কেউ মুছে ফেলতে পারেনি।'

অতঃপর তিনি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের ০৪ (চার) দিনব্যাপী অনুষ্ঠানমালার শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন।

মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে ভাষা আন্দোলনের প্রেরণায় বাঙালির মুক্তিসংগ্রামের অগ্রনায়ক, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, আমাদের সকল আন্দোলন-সংগ্রামের অবিসংবাদিত নেতা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। তিনি বলেন, 'জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে মাতৃভাষার সংরক্ষণ, পুনরুজ্জীবন ও বিকাশে অবদানের জন্য এখন থেকে প্রতি দু-বছর অন্তর আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা পদক প্রদান করা হবে। এ উদ্যোগ মাতৃভাষার সংরক্ষণ ও বিকাশে উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা যোগাবে।'

আন্তর্জাতিক সেমিনার

চার দিনব্যাপী অনুষ্ঠানমালার দ্বিতীয় দিন — ২২ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারের মূল প্রতিপাদ্য ছিল : *Bangabandhu and Mother Language-based Multilingual Education.* এ সেমিনার দুটি অধিবেশনে বিভক্ত ছিল। প্রথম অধিবেশনের বিষয় *Mother Language-based Multilingual Education : Indian Perspective.* এ অধিবেশনে প্রধান অতিথি ছিলেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ডা. দীপু মনি এম.পি.। বিশেষ অতিথি হিসেবে ভার্চুয়ালি সংযুক্ত ছিলেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির সভাপতি জাতীয় অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম এবং ইউনেস্কো-র বাংলাদেশ প্রতিনিধি ও ঢাকা অফিস প্রধান মিজ বিয়াট্রিস কালডুন। সভাপতিত্ব করেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের সচিব মোঃ মাহবুব হোসেন।

অধিবেশনের প্রারম্ভে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক। প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বিশিষ্ট ভাষাবিজ্ঞানী ও পশ্চিমবঙ্গের রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য অধ্যাপক ড. পবিত্র সরকার। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন ভারতীয় ভাষাগবেষক ও ওড়িশা ফোকলোর ফাউন্ডেশনের ট্রাস্টি ড. মহেন্দ্র কুমার মিশ্র। সঞ্চালকের দায়িত্ব পালন করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের সহকারী পরিচালক (সেমিনার, পরিকল্পনা ও আর্কাইভ) মোঃ আব্দুল মুমিন মোছাব্বির।

মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে বলেন, মাতৃভাষা-আশ্রয়ী শিক্ষাব্যবস্থার উন্নয়নে ভারতীয় ভাষাবিজ্ঞানী ও শিক্ষাবিদ ড. পবিত্র সরকার শিক্ষাক্ষেত্রে ভারতীয় অভিজ্ঞতার আলোকে যেসব তথ্য-উপাত্ত উপস্থাপন করেছেন সেগুলি মাতৃভাষা-আশ্রয়ী শিক্ষাব্যবস্থার উন্নয়নে সহায়ক হবে।

আন্তর্জাতিক সেমিনারের ১ম অধিবেশনে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য প্রদান করেন
শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ডা. দীপু মনি এম.পি.

দ্বিতীয় অধিবেশনের বিষয় ছিল *Mother Language-based Multilingual Education: Bangladesh Perspective.* এ অধিবেশনে প্রধান অতিথি ছিলেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপমন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী এম.পি.। বিশেষ অতিথি ছিলেন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব

মাসুদ বিন মোমেন। সভাপতিত্ব করেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের সচিব মোঃ আমিনুল ইসলাম খান।

অধিবেশনের শুরুতে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক অধ্যাপক ড. জীনাত ইমতিয়াজ আলী। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. সৈয়দ শাহরিয়ার রহমান। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাবিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মাশরুর ইমতিয়াজ। সঞ্চালকের দায়িত্ব পালন করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের উপপরিচালক (সেমিনার, পরিকল্পনা ও ভাষা-জাদুঘর) মোহাম্মদ আবু সাঈদ। দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত এ সেমিনারে সমবেত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের পরিচালক (প্রশাসন, অর্থ ও প্রশিক্ষণ) মোঃ ফজলুর রহমান ভূঁঞা।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপমন্ত্রী বলেন, মাতৃভাষা-আশ্রয়ী শিক্ষাব্যবস্থার উন্নয়নে আমাদের সুপরিকল্পিতভাবে অগ্রসর হতে হবে। পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের ক্ষেত্রে ভাষাতত্ত্ববিদদের অন্তর্ভুক্তকরণের মাধ্যমে আমাদের সামনে এগিয়ে যেতে হবে।

আন্তর্জাতিক সেমিনারের ২য় অধিবেশনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত রয়েছেন
শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপমন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী এম.পি.

জাতীয় সেমিনার

মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২১ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে চার দিনব্যাপী আয়োজনের তৃতীয় দিন — ২৩ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হয় জাতীয় সেমিনার। সেমিনারের মূল প্রতিপাদ্য ছিল : *বঙ্গবন্ধু ও মাতৃভাষা-আশ্রয়ী বহুভাষিক শিক্ষাব্যবস্থা*। দুটি অধিবেশনে বিভক্ত এ সেমিনারের প্রথম অধিবেশনের বিষয় ছিল : *বঙ্গবন্ধুর শিক্ষাভাবনা এবং শিক্ষায় মাতৃভাষার ব্যবহার*। প্রথম অধিবেশনে প্রধান অতিথি ছিলেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ এম.পি.। এ অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. আহমেদ মুনিরুছ সালেহীন। স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের পরিচালক (ভাষা, গবেষণা ও পরিকল্পনা) প্রফেসর মোঃ শাফীউল মুজ নবীন। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন

বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের সাবেক চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবদুল মান্নান। আলোচনায় ভার্চুয়ালি অংশগ্রহণ করেন ইউনিভার্সিটি অব লিবারাল আর্টস-এর অধ্যাপক ড. সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম। সঞ্চালকের দায়িত্ব পালন করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের সহকারী পরিচালক (সেমিনার, পরিকল্পনা ও আর্কাইভ) মোঃ আব্দুল মুমিন মোছাব্বির।

জাতীয় সেমিনারের ১ম অধিবেশনে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য প্রদান করেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ এম.পি.

দ্বিতীয় অধিবেশনের বিষয় ছিল *মাতৃভাষা আশ্রয়ী শিক্ষাব্যবস্থা : বর্তমান বাস্তবতা*। এ অধিবেশনে প্রধান অতিথি ছিলেন জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এম.পি. এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব গোলাম মোঃ হাসিবুল আলম। সভাপতিত্ব করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক অধ্যাপক ড. জীনাত ইমতিয়াজ আলী।

জাতীয় সেমিনারের ২য় অধিবেশনে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এম.পি.

স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের পরিচালক (প্রশাসন, অর্থ ও প্রশিক্ষণ) মোঃ ফজলুর রহমান ভূঁঞা। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (IER)-এর সহযোগী অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক ও ভাষাবিজ্ঞানী আ ফ ম দানীউল হক। সঞ্চালকের দায়িত্ব পালন করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের সহকারী পরিচালক (প্রচার এবং তথ্য ও যোগাযোগ) স্নিগ্ধা বাউল। দিনব্যাপী সেমিনার শেষে সমবেত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের পরিচালক (ভাষা, গবেষণা ও পরিকল্পনা) প্রফেসর মোঃ শাফীউল মুজ নবীন।

চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা

একুশের অনুষ্ঠানমালায় ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২১ বুধবার আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের মিলনায়তনে প্রতিযোগিতার ফল ঘোষণা এবং পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এ আয়োজনের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। ক, খ, গ ও ঘ — এ চারটি বিভাগে (group) শিশুদের বিভক্ত করে আয়োজিত প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশের বিভিন্ন পর্যায়ের শিক্ষার্থী, বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশু এবং বাংলাদেশে অবস্থানরত বিভিন্ন দূতাবাসের শিশুরা অংশগ্রহণ করে। শিশুদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার বিষয় ছিল : *শত শিশুর তুলিতে বঙ্গবন্ধু*। প্রতিযোগিতায় বিজয়ী ১২ জন শিশুর উপস্থিতিতে সমাপনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

শিশুদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে পুরস্কার প্রাপ্ত শিশুদের একাংশ

পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির প্রধান সমন্বয়ক ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী। বিশেষ অতিথি ছিলেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক। স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের পরিচালক (প্রশাসন, অর্থ ও প্রশিক্ষণ) মোঃ ফজলুর রহমান ভূঁঞা। সমন্বয়কের দায়িত্ব পালন করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের উপপরিচালক

উপপরিচালক (প্রচার, তথ্য ও যোগাযোগ) মোঃ মিজানুর রহমান এবং সভাপতিত্ব করেন শিশুদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা উপকমিটির আহ্বায়ক ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের পরিচালক (ভাষা, গবেষণা ও পরিকল্পনা) প্রফেসর মোঃ শাফীউল মুজ নবীন।

প্রধান অতিথি ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী তাঁর বক্তৃতায় মহান ভাষা আন্দোলনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অনন্য ভূমিকা গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে উপস্থাপন করেন এবং বর্তমানের শিশুদেরকে বঙ্গবন্ধুর বর্ণাঢ্য রাজনৈতিক জীবনালেখ্য অনুসরণে অনুপ্রাণিত হওয়ার আহ্বান জানান।

বিশেষ অতিথির বক্তৃতায় অধ্যাপক ড. জীনাত ইমতিয়াজ আলী মাতৃভাষাচর্চা এবং আমাদের জাতিসত্তা প্রতিষ্ঠায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অসামান্য অবদান নতুন প্রজন্মের কাছে উপস্থাপনের গুরুত্ব আরোপ করেন।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট কর্তৃক ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ জাতীয় দিবস হিসেবে উদ্‌যাপন

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ ভাষণ প্রদানের দিনটিকে জাতীয় দিবস হিসেবে উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আমাই কর্তৃক ৭ই মার্চের সকাল ১১টায় আমাই প্রাঙ্গণে স্থাপিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ম্যুরালে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। অতঃপর চতুর্থ তলার সম্মেলন কক্ষে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ বিষয়ে আলোচনা-সভা অনুষ্ঠিত হয়।

৭ই মার্চ ২০২১ : আমাই প্রাঙ্গণে স্থাপিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ম্যুরালে ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ও কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ পুষ্পস্তবক অর্পণ করে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন

আলোচনা সভায় ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক অধ্যাপক ড. জীনাত ইমতিয়াজ আলী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণের বিভিন্ন দিক উপস্থাপন করেন। এ সভায় বক্তব্য প্রদান করেন ইনস্টিটিউটের পরিচালক (প্রশাসন, অর্থ ও প্রশিক্ষণ) ও যুগ্মসচিব মোঃ ফজলুর রহমান ভূঁঞা, পরিচালক (ভাষা, গবেষণা ও পরিকল্পনা) প্রফেসর মোঃ শাফীউল মুজ নবীন, উপপরিচালক (প্রশাসন, অর্থ ও প্রশিক্ষণ) মাহবুবা আক্তার, উপপরিচালক (সেমিনার, পরিকল্পনা ও ভাষা-জাদুঘর) মোহাম্মদ আবু সাঈদ, উপপরিচালক (প্রকাশনা ও গবেষণা পরিকল্পনা) ড. মোঃ ইলতেমাস এবং কম্পিউটার অপারেটর মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন সহকারী পরিচালক (সেমিনার, পরিকল্পনা ও আর্কাইভ) মোঃ আব্দুল মুমিন মোছাব্বির।

এ অনুষ্ঠানে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট কর্তৃক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ পাঁচটি নৃগোষ্ঠীর — চাকমা, মারমা, গারো, সাদরি ও ককবরক ভাষায় অনুবাদ ও এসব ভাষার লিখন-বিধিতে প্রকাশিত পাঁচটি গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন করা হয়। আলোচনাসভা শেষে জাতির পিতার আত্মার মাগফেরাত কামনা করে দোয়া করা হয়।

৭ই মার্চ ২০২১ : জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ
পাঁচটি নৃগোষ্ঠীর — চাকমা, মারমা, গারো, সাদরি ও ককবরক ভাষায় অনূদিত পাঁচটি গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন।

১৭ মার্চ ২০২১ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০১তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০১তম জন্মদিবস উপলক্ষ্যে ১৭ মার্চ সকাল ১০টায় আমাই প্রাঙ্গণে স্থাপিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ম্যুরালে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপমন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী এম.পি. এবং আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালকসহ কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ। অতঃপর চতুর্থ তলার সম্মেলন কক্ষে বঙ্গবন্ধু স্মরণে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

১৭ মার্চ ২০২১ : আমাই প্রাঙ্গণে স্থাপিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ম্যুরালে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করছেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপমন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী এম.পি. এবং আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালকসহ কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ

এ সভায় বঙ্গবন্ধুর উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করে বক্তব্য প্রদান করেন ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক অধ্যাপক ড. জীনাত ইমতিয়াজ আলী, পরিচালক (প্রশাসন, অর্থ ও প্রশিক্ষণ) ও যুগ্মসচিব মোঃ ফজলুর রহমান ভূঁঞা, পরিচালক (ভাষা, গবেষণা ও পরিকল্পনা) প্রফেসর মোঃ শাফীউল মুজ নবীন, উপপরিচালক (প্রশাসন, অর্থ ও প্রশিক্ষণ) মাহবুবা আক্তার, উপপরিচালক (সেমিনার, পরিকল্পনা ও ভাষা-জাদুঘর) মোহাম্মদ আবু সাঈদ, সহকারী পরিচালক (অর্থ ও প্রশিক্ষণ) শেখ শামীম ইসলাম ও কম্পিউটার অপারেটর মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন।

মহাপরিচালক বঙ্গবন্ধুর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে বলেন, বঙ্গবন্ধুর আদর্শ আমাদের চিরন্তন প্রেরণার অফুরন্ত উৎস। স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের মহান স্থপতি জাতির পিতা গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশব থেকেই তিনি ছিলেন অত্যন্ত মানবদরদি এবং অধিকার আদায়ে আপসহীন। জীবনের সকল ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধুর আদর্শ অনুসরণীয়। বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্ম অবহিত হয়ে তাঁর আদর্শ ও মূল্যবোধে অনুপ্রাণিত হয়ে ওঠার কোনো বিকল্প নেই। তাঁর আদর্শ ও সংগ্রাম দেশ-কাল নির্বিশেষে সংগ্রামী মানুষের প্রেরণা। আলোচনা সভা শেষে জাতির পিতার আত্মার মাগফেরাত কামনা করা হয়।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৫তম শাহাদত বার্ষিকী উদ্‌যাপন

১৫ আগস্ট ২০২০ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৫তম শাহাদত বার্ষিকী উপলক্ষ্যে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে স্থাপিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ম্যুরালে শ্রদ্ধা নিবেদন, অলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়। ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক এবং কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ অলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলে অংশগ্রহণ করেন।

সভায় জাতির পিতা ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের জীবনাদর্শ ও কর্মকৃতি আলোচনা করে ১৯৭৫-এর

১৫ আগস্টের সকল শহিদের রুহের মাগফেরাত কামনা করা হয়। অলোচনায় অংশগ্রহণ করেন ইনস্টিটিউটের কম্পিউটার অপারেটর মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন, উপপরিচালক নাজমুন নাহার, উপপরিচালক মোহাম্মদ আবু সাঈদ, পরিচালক মোঃ ফজলুর রহমান ভূঁঞা এবং মহাপরিচালক জীনাত ইমতিয়াজ আলী। মহাপরিচালক বলেন : 'বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নই ছিল দেশকে স্বাধীন করা, বাঙালির জাতিসত্তা প্রতিষ্ঠিত করা। ১৯৪৮ সাল থেকেই তিনি এ প্রতিজ্ঞা ও প্রত্যাশা লালন করেন। তাঁর সংগ্রাম ও ত্যাগের ফলেই আমরা স্বাধীনতা অর্জনসহ বাঙালি জাতিসত্তার পরিচয় লাভ করেছি।' অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন ইনস্টিটিউটের উপপরিচালক মাহবুবা আক্তার।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৫তম শাহাদত বার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আমাই চত্বরে স্থাপিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ম্যুরালে পুষ্পস্তবক অর্পণ এবং আয়োজিত আলোচনা সভায় অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের একাংশ

প্রশিক্ষণ

ক. বাংলা ভাষার ব্যবহার শীর্ষক প্রশিক্ষণ

'সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের শ্রেণিকক্ষে পাঠদানের গুণগত মানোন্নয়নে মাতৃভাষার ব্যবহার' শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আওতায় ০২টি ব্যাচে ৬০ জন প্রধান শিক্ষক/সহকারী শিক্ষককে এবং 'দাপ্তরিক দক্ষতা বৃদ্ধিতে প্রমিত বাংলাভাষার ব্যবহার' শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আওতায় ০১টি ব্যাচে ৪৭ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ভাষাবিজ্ঞানী, ভাষাবিশেষজ্ঞ, মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, আইটি বিশেষজ্ঞ ও আমাই-এর ফ্যাকাল্টিসহ প্রশিক্ষণ বিশেষজ্ঞগণ বিভিন্ন অধিবেশন পরিচালনা করেন। প্রশিক্ষণের বিষয় ছিল বাংলাভাষার উদ্ভব ও ধারাবাহিকতা : প্রায়োগিক বিবেচনা; প্রমিত বাংলা উচ্চারণ ও আন্তর্জাতিক ধ্বনিমূলক বর্ণমালার ব্যবহার এবং লিখনবিধির সাহায্যে বাংলা শব্দের উচ্চারণ নির্দেশ; প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম; দাপ্তরিক কাজে পরিভাষার ব্যবহার; সরকারি বিভিন্ন যোগাযোগ প্রক্রিয়া; সরকারি যোগাযোগ প্রক্রিয়ায় বাংলাভাষার প্রয়োগ-অপপ্রয়োগ; বিরামচিহ্নের ব্যবহার; তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে বাংলাভাষার ব্যবহার; বাংলাভাষায় নোট উপস্থাপন ও সারসংক্ষেপ লিখন; লিখন নৈপুণ্য : বৃদ্ধি ও উৎকর্ষ (তাত্ত্বিক); বাংলাভাষায় গবেষণাপত্র প্রণয়ন : কৌশল ও পদ্ধতি; দাপ্তরিক দক্ষতা বৃদ্ধিতে প্রমিত বাংলাভাষার ব্যবহার ইত্যাদি।

'সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের শ্রেণিকক্ষে পাঠদানের গুণগত মানোন্নয়নে মাতৃভাষার ব্যবহার' শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণকারী শিক্ষক/শিক্ষিকাদের একাংশ

খ. অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে 'বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি', 'কর্মসম্পাদনের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য সেবা সহজিকরণে সক্ষমতা বৃদ্ধি', 'চাকুরির বিধি-বিধান ও দাপ্তরিক আচরণ', 'উদ্ভাবনে সক্ষমতা বৃদ্ধি', 'জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল' ও 'দাপ্তরিক দক্ষতা বৃদ্ধিতে ই-নথির ব্যবহার' বিষয়ক ০৮টি ব্যাচে মোট ২০০ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে (৬২ ঘণ্টা অর্থাৎ ১৫৩৬ জনঘণ্টা) অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ উদ্বোধন করছেন ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক অধ্যাপক ড. জীনাত ইমতিয়াজ আলী

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সেমিনার

(ক) জাতীয় সেমিনার : ২৯ ডিসেম্বর ২০২০

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে *বাংলাদেশে মাতৃভাষাচর্চা : বর্তমান বাস্তবতা* শীর্ষক জাতীয় সেমিনার ২৯ ডিসেম্বর ২০২০ মঙ্গলবার, সকাল ১০টায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের আন্তর্জাতিক সম্মেলন কক্ষ (লেভেল ৪)-এ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন ইনস্টিটিউটের পরিচালক (ভাষা, গবেষণা ও পরিকল্পনা) প্রফেসর মোঃ শাফীউল মুজ নবীন। প্রধান অতিথি ছিলেন ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক জীনাত ইমতিয়াজ আলী। বিশেষ অতিথি ছিলেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ) মোঃ হাসানুল ইসলাম, এনডিসি এবং আমাই-এর পরিচালক (প্রশাসন, অর্থ ও প্রশিক্ষণ) মোঃ ফজলুর রহমান ভূঁঞা। সমন্বয়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন আমাই-এর উপপরিচালক মোঃ মিজানুর রহমান। র‍্যাপোর্টিয়ারের দায়িত্ব পালন করেন আমাই-এর উপপরিচালক নাজমুন নাহার ও মোহাম্মদ আবু সাঈদ এবং সঞ্চালনার দায়িত্ব পালন করেন ইনস্টিটিউটের সহকারী পরিচালক মোঃ আব্দুল মুমিন মোছাব্বির।

সেমিনারের প্রারম্ভে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন আমাই-এর উপপরিচালক মোহাম্মদ আবু সাঈদ। সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. সিকদার মনোয়ার মোর্শেদ (সৌরভ সিকদার)। আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. তারিক মঞ্জুর এবং কাপেং ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক পল্লব চাকমা। সেমিনারে শিক্ষা মন্ত্রণালয়, মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী বিভাগ, ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়সহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আমন্ত্রিত অংশগ্রহণকারীগণ উপস্থিত ছিলেন।

সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করছেন অধ্যাপক ড. সিকদার মনোয়ার মোর্শেদ (সৌরভ সিকদার)

পঠিত প্রবন্ধের বিষয়ে দু-জন বিশিষ্ট আলোচক তাঁদের অভিমত ব্যক্ত করেন। পরবর্তীতে মুক্ত আলোচনা পর্বে কয়েকজন অংশগ্রহণকারীরা পঠিত প্রবন্ধের বিষয়ে তাঁদের প্রশ্ন উত্থাপন করেন। সেমিনারের প্রবন্ধ উপস্থাপক এসব প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন।

বাংলা ভাষাসহ ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর ভাষাসমূহ সংরক্ষণ ও বিকাশের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে বলে সেমিনারে অংশগ্রহণকারীগণ অভিমত ব্যক্ত করেন।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে আমাই-এর পরিচালক (প্রশাসন, অর্থ ও প্রশিক্ষণ) মোঃ ফজলুর রহমান ভূঁঞা আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের চলমান কার্যক্রম সম্পর্কে আলোকপাত করেন। তিনি বাংলা ভাষার পাশাপাশি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর ভাষাসমূহ সংরক্ষণ ও বিকাশে গুরুত্ব আরোপ করেন।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ) মোঃ হাসানুল ইসলাম, এনডিসি, বিশেষ অতিথি তাঁর বক্তব্যে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের সাম্প্রতিক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের মুখ্য পৃষ্ঠপোষক কর্তৃক ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২১-এ 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা পদক ২০২১' প্রদানের তথ্য সেমিনারে উপস্থাপন করেন। অধিকন্তু, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে 'বাংলাদেশে মাতৃভাষাচর্চা : বর্তমান বাস্তবতা' শীর্ষক জাতীয় সেমিনার আয়োজনের জন্য তিনি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক অধ্যাপক ড. জীনাত ইমতিয়াজ আলী ভাষাবিজ্ঞানীর দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলাদেশে মাতৃভাষাচর্চার বর্তমান চিত্র তুলে ধরেন। তিনি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের চলমান কার্যক্রমসমূহ ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার তথ্য সংক্ষেপে উপস্থাপন করেন।

সভাপতির বক্তব্যে ইনস্টিটিউটের পরিচালক (ভাষা, গবেষণা ও পরিকল্পনা) প্রফেসর মোঃ শাফীউল মুজ নবীন উক্ত সেমিনারের প্রবন্ধ উপস্থাপনকারী, আলোচকবৃন্দ, আমন্ত্রিত অংশগ্রহণকারীসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি বাংলা ভাষাসহ ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর ভাষা সংরক্ষণ ও বিকাশের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের চলমান কার্যক্রম উল্লেখ করেন এবং সেমিনারের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(খ) আন্তর্জাতিক ওয়েবিনার : ২৯ জানুয়ারি ২০২১

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট ২৯ জানুয়ারি ২০২১ *The Present Situation of the Ethnic Languages in Nepal* শীর্ষক আন্তর্জাতিক ওয়েবিনার (অনলাইন সেমিনার) আয়োজন করে। এ সেমিনারে মূল প্রবন্ধ পাঠ করেন ড. দুবি নন্দ ধাকাল, প্রফেসর, সেন্ট্রাল ডিপার্টমেন্ট অব লিঙ্গুয়িস্টিকস ও অ্যাসিসট্যান্ট ডিন, ফ্যাকাল্টি অফ হিউম্যানিটিজ অ্যান্ড সোশ্যাল সায়েন্স, ত্রিভুবন ইউনিভার্সিটি, কাঠমান্ডু, নেপাল এবং অ্যাডভাইজার, ল্যাঙ্গুয়েজ কমিশন, নেপাল। সেমিনারে আলোচক ছিলেন নেপালের ল্যাঙ্গুয়েজ কমিশনের চেয়ারম্যান ড. লাভা দেও আওয়াছি এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাবিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মাশরুর ইমতিয়াজ।

বিশেষ অতিথি ছিলেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের পরিচালক (প্রশাসন, অর্থ ও প্রশিক্ষণ) মোঃ ফজলুর রহমান ভূঁঞা। সভাপতিত্ব করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও এর অধীনস্থ সংস্থাসমূহের প্রতিনিধিবর্গ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষকগণ ও ঢাকার কয়েকটি সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-শিক্ষিকা সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন।

প্রবন্ধ উপস্থাপক নেপালের নৃ-ভাষার সংখ্যা ১৫০-এর অধিক উল্লেখ করে বলেন, এগুলির মধ্যে একভাষিক জনগোষ্ঠী ৫৯% এবং বাকি ৪৯% অন্তত ২টি ভাষায় কথা বলেন। অধিকন্তু, তিনি নেপালের ল্যাঙ্গুয়েজ ডকুমেন্টেশন পরিস্থিতি, রাইটিং সিস্টেম, ল্যাঙ্গুয়েজ প্ল্যানিং, স্ট্যাটাস প্ল্যানিং ইত্যাদি প্রসঙ্গে তথ্য তুলে ধরেন। সেমিনারের আলোচকবৃন্দ মূল প্রবন্ধের বিস্তারিত আলোচনা করেন।

আন্তর্জাতিক ওয়েবিনারে বক্তব্য রাখছেন আমাই মহাপরিচালক অধ্যাপক ড. জীনাত ইমতিয়াজ আলী

মূল প্রবন্ধের শুরুতে নেপালের নৃ-ভাষা পরিস্থিতি আলোচনা করা হয়। অতঃপর ভাষা-পরিকল্পনার আঙ্গিকে নৃ-ভাষাসমূহকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। স্ট্যাটাস প্ল্যানিং, করপাস প্ল্যানিং ও একুইজিশন প্ল্যানিংয়ের দৃষ্টিকোণ থেকে নেপালের নৃ-ভাষা পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

সেমিনারের আলোচক ড. লাভা দেও আওয়াস্থি নেপালের নৃ-ভাষা পরিস্থিতি আলোচনা করেন। সেমিনারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাবিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মাশরুর ইমতিয়াজ বাংলাদেশের নৃ-ভাষা পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করেন।

(গ) জাতীয় সেমিনার : ২৮ জুন ২০২১

মুজিব শতবর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে গত ২৮ জুন ২০২১ তারিখ সকাল ১০টা থেকে দুপুর ০১টা পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ শীর্ষক জাতীয় সেমিনারের আয়োজন করা হয়। এ সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক হোসনে আরা। উপস্থাপিত প্রবন্ধের বিষয়ে আলোচনা করেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সরকার ও রাজনীতি বিভাগের অধ্যাপক বশির আহমেদ। সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে অনলাইনে যুক্ত হন জাতীয় অধ্যাপক ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির আহ্বায়ক অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ইনস্টিটিউটের পরিচালক (ভাষা, গবেষণা ও পরিকল্পনা) অধ্যাপক মোঃ শাফীউল মুজ নবীন। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক প্রফেসর ড. জীনাত ইমতিয়াজ আলী। সঞ্চালকের দায়িত্ব পালন করেন সহকারী পরিচালক (সেমিনার, পরিকল্পনা ও আর্কাইভ) মোঃ আব্দুল মুমিন মোছাব্বির।

'বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ' শীর্ষক জাতীয় সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করছেন
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক হোসনে আরা

(ঘ) জাতীয় সেমিনার : ২৯ জুন ২০২১

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট কর্তৃক আয়োজিত *অবয়ব ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা উপভাষাচর্চা* শীর্ষক জাতীয় সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. সৈয়দ শাহরিয়ার রহমান। এ প্রবন্ধের আলোচক ছিলেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক

ভাষা ইনস্টিটিউটের ইংরেজি ও ভাষাবিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মনজুরুল আলম। সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক অধ্যাপক ড. জীনাত ইমতিয়াজ আলী। বিশেষ অতিথি ছিলেন ইনস্টিটিউটের পরিচালক (প্রশাসন, অর্থ ও প্রশিক্ষণ) মোঃ ফজলুর রহমান ভূঁঞা। সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন ইনস্টিটিউটের পরিচালক (ভাষা, গবেষণা ও পরিকল্পনা) প্রফেসর মোঃ শাফীউল মুজ নবীন। স্বাগত বক্তব্য রাখেন ইনস্টিটিউটের উপপরিচালক (সেমিনার, পরিকল্পনা ও ভাষা-জাদুঘর) মোহাম্মদ আবু সাঈদ। সঞ্চালক ছিলেন ইনস্টিটিউটের সহকারী পরিচালক (সেমিনার, পরিকল্পনা ও আর্কাইভ) মোঃ আব্দুল মুমিন মোছাব্বির। র‍্যাপোর্টিয়ারের দায়িত্ব পালন করেন ইনস্টিটিউটের সহকারী পরিচালক (অর্থ ও প্রশিক্ষণ) শেখ শামীম ইসলাম ও সহকারী পরিচালক (প্রচার, তথ্য ও যোগাযোগ) স্নিগ্ধা বাউল।

স্বাগত বক্তব্যে মোহাম্মদ আবু সাঈদ বলেন, 'অবয়ব ভাষাবিজ্ঞান' ভাষাবিজ্ঞান অধ্যয়নের একটি বিশেষায়িত ক্ষেত্র; কম্পিউটার ডেটাবেইজে রক্ষিত লিঙ্গুয়িস্টিক ডেটার সঞ্চয়ন। এর মাধ্যমে গবেষণাকর্ম ও শিক্ষাদান সম্পাদিত হয়। লিঙ্গুয়িস্টিক রিসার্চ ছাড়াও লেক্সিকোগ্রাফি, ল্যাঙ্গুয়েজ টিচিং, স্পিচ প্রসেসিং ইত্যাদিতে এ সবের প্রয়োগ রয়েছে।

প্রবন্ধ উপস্থাপনকারী বলেন যে, ভাষিক অধ্যয়নের একটি বিশেষায়িত ক্ষেত্র হলো অবয়ব ভাষাবিজ্ঞান (corpus linguistics)। প্রবন্ধের মূললক্ষ্য, বাংলা ভাষার বিভিন্ন উপভাষাচর্চা ও বিশ্লেষণের প্রায়োগিক পদ্ধতি হিসেবে অবয়ব ভাষাবিজ্ঞানের ভূমিকা নিরূপণ করা। বাংলা ভাষার উপভাষাসমূহের আধুনিক ডেটাবেজ তৈরির কোনো উদ্যোগ এখনো গৃহীত হয়নি। এক্ষেত্রে, অবয়ব ভাষাবিজ্ঞানভিত্তিক উপভাষা সংগ্রহের রূপরেখা ঔপভাষিক ডেটাবেজ তৈরিতে কার্যকর নির্দেশনা প্রদান করতে পারে। একইসঙ্গে, বাংলা উপভাষা-অবয়বগুচ্ছ (dialect corpora) নির্মাণ করা গেলে তা বিদ্যমান বিভিন্ন উপভাষার প্রকৃতি ও বৈচিত্র্য শনাক্তকরণে ভূমিকা পালনে সক্ষম হবে। প্রতিনিধিত্বশীল ও কম্পিউটারে প্রক্রিয়াজাত বিশাল ঔপভাষিক উপাত্ত সংগ্রহের তাৎপর্য নির্ণয় বর্তমান প্রবন্ধের কেন্দ্রীয় বিষয়; যা এই আলোচনাকে বাংলা উপভাষাচর্চার প্রচলিত বিভিন্ন পন্থা থেকে স্বতন্ত্র করে তুলেছে। ঔপভাষিক উপাত্ত সংগ্রহের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি নির্ভরযোগ্য তথ্যদাতা হিসেবে গণ্য হয়ে থাকেন নগর-অভিজ্ঞতাশূন্য গ্রামীণ ও প্রৌঢ় জনগোষ্ঠী; অপরদিকে, উপভাষার ভাষা-অবয়ব প্রস্তুতিতে সংশ্লিষ্ট উপভাষা ব্যবহারকারী বিভিন্ন শ্রেণি-পেশা-শিক্ষাগত যোগ্যতা-লিঙ্গ ও বয়সের তথ্যদাতাগণ গুরুত্ব বহন করেন। উপভাষার অবয়ব তৈরিতে বিভিন্ন সমাজভাষাবৈজ্ঞানিক চলক ভূমিকা থাকলেও সংগৃহীত ভাষিক উপাত্ত সংশ্লিষ্ট উপভাষার ব্যবহারগত বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য শনাক্তকরণই সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পেয়ে থাকে। একইসঙ্গে প্রচলিত বিভিন্ন উপভাষাভিত্তিক গবেষণায় সবচেয়ে বেশি আলোচিত হয়ে থাকে সংশ্লিষ্ট উপভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ও বিশেষত্ব। কিন্তু অবয়ব ভাষাবিজ্ঞানভিত্তিক উপভাষা বিশ্লেষণে কেবল ধ্বনিতত্ত্ব ও অভিধাগত উপকরণই বিবেচ্য বিষয় (lexical item) নয়; বরং সংশ্লিষ্ট উপভাষার ধ্বনি ও অভিধাপুঞ্জের সহবিন্যাস (collocation), প্রেক্ষাপটনিয়ন্ত্রিত মুখ্য শব্দসমষ্টি (keywords in context), এক অভিধাগত উপকরণের সঙ্গে অন্যটির সহসম্পর্ক (correlation), সুনির্দিষ্ট ট্যাগসেট অনুসরণ করে এদের বাক্যিক ও বাগর্থতাত্ত্বিক প্রয়োগ, বাক্যিক স্তরে টীকাভাষ্য (annotation) তৈরি এবং সংশ্লিষ্ট উপভাষায় ব্যবহৃত ডিসকোর্সগত স্বাতন্ত্র্য বিশ্লেষণে স্থান পেতে পারে।

অবয়ব ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা উপভাষাচর্চা শীর্ষক জাতীয় সেমিনারের একাংশ

প্রবন্ধের আলোচক মনজুরুল আলম বলেন, বাংলা উপভাষার সংকলন আমাদের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। উপভাষা জানা না থাকায় দুটি ঔপভাষিক সম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে বিঘ্ন ঘটতে পারে। ভাষার বৈচিত্র্য তৈরির জন্য Corpus প্রয়োজন। এ বিষয়ে সমন্বিত গবেষণার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট বাংলা একাডেমির সমন্বয়ে এ কর্ম সম্পাদিত হতে পারে।

ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক বলেন যে, ইনস্টিটিউটের কাজ মাতৃভাষার প্রমিতায়ন, বিকাশ, সংরক্ষণ ও পুনরুজ্জীবন। ইতোমধ্যে নৃ-ভাষা বৈজ্ঞানিক সমীক্ষা সম্পাদন করা হয়েছে। সমীক্ষায় বাংলা ছাড়াও বাংলাদেশে ৪০টি ভাষার অস্তিত্ব পাওয়া গিয়েছে। ভাষা বিষয়ক প্রকল্প বাস্তবতার ভিত্তিতে গ্রহণ করতে হবে এবং তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে কর্পাসভিত্তিক উপভাষাচর্চার কার্যক্রম গতিশীল করতে হবে।

প্রকাশনা

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট কর্তৃক জুলাই ২০২০ থেকে জুন ২০২১ পর্যন্ত প্রকাশনাসমূহ:

ক্রম	প্রকাশনার নাম	প্রকাশকাল
১	বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৯-২০২০ প্রকাশ	২৩ সেপ্টেম্বর ২০২০
২	Annual Report ২০১৯-২০২০ প্রকাশ	১৫ নভেম্বর ২০২০
৩	জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ পাঁচটি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর ভাষায় অনুবাদসহ সেসব ভাষার লিখন-বিধিতে প্রকাশ (ভাষা : চাকমা)	জানুয়ারি ২০২১
৪	জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ পাঁচটি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর ভাষায় অনুবাদসহ সেসব ভাষার লিখন-বিধিতে প্রকাশ (ভাষা : মারমা)	জানুয়ারি ২০২১

ক্রম	প্রকাশনার নাম	প্রকাশকাল
৫	জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ পাঁচটি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর ভাষায় অনুবাদসহ সেসব ভাষার লিখন-বিধিতে প্রকাশ (ভাষা : গারো)	জানুয়ারি ২০২১
৬	জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ পাঁচটি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর ভাষায় অনুবাদসহ সেসব ভাষার লিখন-বিধিতে প্রকাশ (ভাষা : সাদরি)	জানুয়ারি ২০২১
৭	জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ পাঁচটি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর ভাষায় অনুবাদসহ সেসব ভাষার লিখন-বিধিতে প্রকাশ (ভাষা : ককবরক)	জানুয়ারি ২০২১
৮	সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী (মুজিববর্ষ) উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে *মাতৃভাষা পত্রিকা* (বঙ্গবন্ধু সংখ্যা) প্রকাশ	ডিসেম্বর ২০২০
৯	মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২১ স্মরণিকা প্রকাশ	২১ ফেব্রুয়ারি ২০২১
১০	জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ ব্রেইল লিখন-বিধিতে প্রকাশ	মার্চ ২০২১
১১	জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মাতৃভাষা বিষয়ক ভাষণ ও নির্বাচিত রচনা ব্রেইল লিখন-বিধিতে প্রকাশ	মার্চ ২০২১

করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) প্রতিরোধকল্পে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের গৃহীত কার্যক্রম

মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম : মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়

১। গৃহীত কার্যক্রম :

(ক) সচেতনতা বৃদ্ধির কার্যক্রম;

(খ) সংক্রমণ প্রতিরোধ সংক্রান্ত কার্যক্রম।

২। সেবা প্রদানের সঙ্গে জড়িত অধিদপ্তর/সংস্থার কার্যক্রম : আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট

করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) বৈশ্বিক মহামারীর কারণে ২৬ মার্চ ২০২০ থেকে সারা দেশে লকডাউন ঘোষণা করা হয়। পরবর্তীতে সরকারের গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কোভিড-১৯ সংক্রমণ প্রতিরোধে একটি কমিটি গঠন করা হয় এবং স্বাস্থ্যবিধি মেনে সীমিত আকারে রোস্টার অনুযায়ী দাপ্তরিক কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়। পরবর্তীতে ০৪ আগস্ট ২০২০ তারিখ থেকে সরকারের নির্দেশনা মোতাবেক ইনস্টিটিউটের কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নির্দেশনা অনুযায়ী ইনস্টিটিউট-ক্যাম্পাসের প্রধান প্রবেশপথ দিয়ে আগত প্রত্যেক ব্যক্তি এবং প্রতিটি গাড়িতে জীবাণুনাশক স্প্রে ছিটানো হচ্ছে। ইনস্টিটিউটে প্রবেশের পূর্বে প্রত্যেক কর্মকর্তা-কর্মচারীর শরীরের তাপমাত্রা পরীক্ষা করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ কাজে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের পিপিই সরবরাহ করা হয়। ইনস্টিটিউটের প্রত্যেক কক্ষের পাশে করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) সংক্রমণ থেকে সতর্ক থাকার জন্য স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নির্দেশনাসমূহ প্রদর্শন করা হয়। অফিসের প্রবেশপথে হ্যান্ড

স্যানিটাইজার রাখা হয়। প্রত্যেক কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে মাস্ক পরে এবং প্রবেশপথে রক্ষিত হ্যান্ড স্যানিটাইজার ব্যবহার করে অফিসে প্রবেশের নির্দেশনা প্রদান করা হয়। এতদ্সত্ত্বেও এ ইনস্টিটিউটে এ পর্যন্ত ০৪ (চার) জন কর্মকর্তার শরীরে কোভিড-১৯ পজেটিভ ধরা পড়ে। বর্তমানে তাদের সকলেই সুস্থ রয়েছেন।

৩। বাস্তবায়ন পদ্ধতি :

ক) ইনস্টিটিউটের প্রবেশপথে এবং দর্শনীয় কয়েকটি স্থানে করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) সংক্রমণ সংক্রান্ত নির্দেশনা প্রতিপালনের জন্য প্রদর্শন করা হয়েছে;

খ) ইনস্টিটিউটের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য আবশ্যিকভাবে মাস্ক পরিধানসহ অন্যান্য সংক্রমণ প্রতিরোধ ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হয়েছে;

গ) করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) সংক্রমণ প্রতিরোধে সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী, আগত দর্শনার্থী এবং যানবাহনে জীবাণুনাশক স্প্রে প্রদানের লক্ষ্যে দায়িত্বরত কর্মচারীদেরকে স্প্রে মেশিন, তাপমাত্রা পরিমাপক যন্ত্রসহ পিপিই সরবরাহ করা হয়েছে।

অফিসে প্রবেশের সময় কর্মকর্তা-কর্মচারীর তাপমাত্রা পরীক্ষা করা হচ্ছে

ইনস্টিটিউটে প্রবেশকালে গাড়িতে জীবানুনাশক স্প্রে করা হচ্ছে

(৪) উপকারভোগী :

করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) সংক্রমণ প্রতিরোধে গৃহীত কার্যক্রমে প্রতিদিন ইনস্টিটিউটের ৪৯ (উনপঞ্চাশ) জন কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ প্রায় মোট ১০০ (একশত) জন উপকৃত হয়ে থাকে। সে হিসেবে গত ০৮ মাসে সর্বমোট উপকারভোগীর সংখ্যা প্রায় ১২,০০০ (বার হাজার) জন।

(৫) আর্থিক সংশ্লেষ :

করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) সংক্রমণ প্রতিরোধে গৃহীত কার্যক্রমে এ পর্যন্ত ইনস্টিটিউটের প্রায় ১৪,৯৬৬/- (চৌদ্দ হাজার নয়শত ছেষট্টি) টাকা ব্যয় হয়েছে। করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) সংক্রান্ত খাতে কোনো বরাদ্দ নেই। তাই এ সংক্রান্ত ব্যয় অন্যান্য মনিহারি (কোড ৩২৫৫১০৫) খাতে বরাদ্দকৃত অর্থ থেকে নির্বাহ করা হয়।

(৬) ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা :

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরকে করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) সম্পর্কে সচেতনতা, করণীয় ও প্রতিকার সম্পর্কে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর-এর নির্দেশনা মোতাবেক প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হবে।

(৭) কার্যক্রমের সীমাবদ্ধতা :

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে অডিটোরিয়াম ও কনফারেন্স কক্ষ ভাড়া প্রদানের অনুমতি পত্রে সুস্পষ্টভাবে করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) সংক্রমণ প্রতিরোধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ করা হয়ে থাকে। কিন্তু অনেক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আয়োজিত অনুষ্ঠানে আগত অতিথিগণ করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) সংক্রমণ সংক্রান্ত স্বাস্থ্যবিধি মানতে অনীহা প্রকাশ করেন।

(৮) উত্তরণের উপায় ও সুপারিশ :

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের অডিটোরিয়াম ও কনফারেন্স কক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণপত্রে করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) সংক্রমণ প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যবিধি মেনে অনুষ্ঠানে উপস্থিত হওয়ার সুস্পষ্ট নির্দেশনা থাকা প্রয়োজন।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বাজেট হতে অবমুক্তকৃত ১ম, ২য়, ৩য়, ও ৪র্থ কিস্তির অর্থ হতে জুলাই-২০২০ থেকে জুন ২০২১ পর্যন্ত ব্যয় বিবরণী (শতকরা হারসহ) :

অর্থনৈতিক কোড	বিবরণ	২০২০-২১ অর্থবছরের বাজেট সংশোধিত বাজেট বরাদ্দ বিভাজন	জুলাই/২০ হতে জুন/ ২০২১ পর্যন্ত ব্যয়	অবশিষ্ট (৩-৪)	শতকরা হার
১	২	৩	৪	৫	৬
৩৬৩১	আবর্তক অনুদান				
৩৬৩১১০১	বেতন বাবদ সহায়তা:				
৩১১১১০১	মূল বেতন (অফিসার) অফিসারদের বেতন	৫৭০০০০০.০০	৫৬৩৭২৪০.০০	৬২৭৬০.০০	৯৮.৯০
৩১১১২০১	মূল বেতন (কর্মচারী) কর্মচারীদের বেতন	১৮০০০০০.০০	১৭৪৪৬৮০.০০	৫৫৩২০.০০	৯৬.৯৩
৩৬৩১১০১	উপমোট বেতন বাবদ সহায়তা (১):	৭৫০০০০০.০০	৭৩৮১৯২০.০০	১১৮০৮০.০০	৯৮.৪৩
৩৬৩১১০২	ভাতাদি বাবদ সহায়তা:			০.০০	০.০০
৩১১১৩০২	যাতায়াত ভাতা	৪০০০০.০০	৩৬০০০.০০	৪০০০.০০	৯০.০০
৩১১১৩০৬	শিক্ষা ভাতা (ভাতাদি)	১১০০০০.০০	১০২০০০.০০	৮০০০.০০	৯২.৭৩
৩১১১৩১০	বাড়ীভাড়া ভাতা (ভাতাদি)	৩৮৬০০০০.০০	৩৭৭০৩৫৯.০০	৮৯৬৪১.০০	৯৭.৬৮
৩১১১৩১১	চিকিৎসা ভাতা (ভাতাদি)	৩১০০০০.০০	৩০৬০০০.০০	৪০০০.০০	৯৮.৭১
৩১১১৩১২	মোবাইল/সেলফোন ভাতা (ভাতাদি)	৬০০০০.০০	৬০০০০.০০	০.০০	১০০.০০
৩১১১৩১৩	আবাসিক টেলিফোন নগদায়ন ভাতা	১৪০০০০.০০	১২৬০৪০.০০	১৩৯৬০.০০	৯০.০৩
৩১১১৩১৪	টিফিন ভাতা (ভাতাদি)	২৫০০০.০০	২৪০০০.০০	১০০০.০০	৯৬.০০
৩১১১৩২৫	উৎসব ভাতা (ভাতাদি)	১২৫০০০০.০০	১২৩০৩২০.০০	১৯৬৮০.০০	৯৮.৪৩
৩১১১৩২৭	অধিকাল ভাতা	৩৮০০০০.০০	৩৭৮৯২৬.০০	১০৭৪.০০	৯৯.৭২
৩১১১৩২৮	শ্রান্তি ও বিনোদন ভাতা (ভাতাদি)	৩৫০০০০.০০	২৪৭১১০.০০	১০২৮৯০.০০	৭০.৬০

অর্থনৈতিক কোড	বিবরণ	২০২০-২১ অর্থবছরের বাজেট সংশোধিত বাজেট বরাদ্দ বিভাজন	জুলাই/২০ হতে জুন/ ২০২১ পর্যন্ত ব্যয়	অবশিষ্ট (৩-৪)	শতকরা হার
১	২	৩	৪	৫	৬
৩১১১৩৩১	আপ্যায়ন ভাতা (ভাতাদি)	২৫০০০.০০	১৮০০০.০০	৭০০০.০০	৭২.০০
৩১১১৩৩৫	বাংলা নববর্ষ ভাতা (ভাতাদি)	১৫০০০০.০০	১২৩০৩২.০০	২৬৯৬৮.০০	৮২.০২
৩১১১৩৩৮	অন্যান্য ভাতা (ভাতাদি)	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	উপমোট ভাতাদি বাবদ সহায়তা (২):	**৬৭০০০০০.০০**	**৬৪২১৭৮৭.০০**	**২৭৮২১৩.০০**	**৯৫.৮৫**
৩৬৩১১০৩	**পণ্য ও সেবা বাবদ সহায়তা:**			০.০০	০.০০
৩২১১১০১	পুরস্কার	১২৫০০০.০০	৯৩৮৪০.০০	৩১১৬০.০০	৭৫.০৭
৩২১১১০৬	আপ্যায়ন খরচ	১৫০০০০.০০	১২৯৪৫৫.০০	২০৫৪৫.০০	৮৬.৩০
৩২১১১০৯	সাকুল্য বেতন (সরকারি কর্মচারী ব্যতিত)	৩৫০০০০.০০	৩২৩২০০.০০	২৬৮০০.০০	৯২.৩৪
৩২১১১১১	সেমিনার এবং কনফারেন্স ব্যয়	১০০০০০০.০০	৭৪৫৮০৯.০০	২৫৪১৯১.০০	৭৪.৫৮
৩২১১১১৩	বিদ্যুৎ	৩২০০০০০.০০	৩১৮৬০৭০.০০	১৩৯৩০.০০	৯৯.৫৬
৩২১১১১৫	পানি	১৫০০০০.০০	১৪৩০৬০.০০	৬৯৪০.০০	৯৫.৩৭
৩২১১১১৭	ইন্টারনেট/ফ্যাক্স/টেলেক্স	৩৭৫০০০.০০	৩৭৪৯২১.০০	৭৯.০০	৯৯.৯৮
৩২১১১২০	টেলিফোন	১০০০০০.০০	৭৯৯০৯.০০	২০০৯১.০০	৭৯.৯১
৩২১১১২৫	প্রচার ও বিজ্ঞাপন	৫০০০০০.০০	৪২২৮০৪.০০	৭৭১৯৬.০০	৮৪.৫৬
৩২১১১২৭	বইপত্র ও সাময়িকী	৫০০০০০.০০	৭২১৮৪.০০	৪২৭৮১৬.০০	১৪.৪৪
৩২১১১২৮	প্রকাশনা	১২০০০০০.০০	৪৮২৪৫২.০০	৭১৭৫৪৮.০০	৪০.২০
৩২১১১৩০	যাতায়াত ব্যয়	২০০০০.০০	৭৯৫০.০০	১২০৫০.০০	৩৯.৭৫
৩২১১১৩১	আউটর্সোসিং	৫৯৫০০০০.০০	৫৯১৯০০০.০০	৩১০০০.০০	৯৯.৪৮
৩২৩১৩০১	প্রশিক্ষণ	১৫০০০০০.০০	১৪৯৮৬৭৫.০০	১৩২৫.০০	৯৯.৯১
৩২৪৩১০১	পেট্রোল, ওয়েল এন্ড লুব্রিক্যান্ট	৩৩০০০০.০০	৩০৩৯৬৬.০০	২৬০৩৪.০০	৯২.১১
৩২৪৩১০২	গ্যাস ও জ্বালানি	৫৫০০০০.০০	৫০৩৯৬১.০০	৪৬০৩৯.০০	৯১.৬৩
৩২৪৪১০১	ভ্রমণ ব্যয়	৯৭০০০০.০০	৫১৩৬০.০০	৯১৮৬৪০.০০	৫.২৯
৩২৫৫১০১	কম্পিউটার সামগ্রী	৪০০০০০.০০	৩৩৯৪০০.০০	৬০৬০০.০০	৮৪.৮৫
৩২৫৫১০২	মুদ্রণ ও বাঁধাই	৩০০০০০.০০	২৪৬০২০.০০	৫৩৯৮০.০০	৮২.০১
৩২৫৫১০৫	অন্যান্য মনিহারি	৫০০০০০.০০	৩৯৫১২০.০০	১০৪৮৮০.০০	৭৯.০২
৩২৫৫১০৬	পোশাক	১০০০০০.০০	৯৯৫০০.০০	৫০০.০০	৯৯.৫০
৩২৫৭২০৬	সম্মানী/পারিতোষিক	৪০০০০০.০০	১৯৫৪০০.০০	২০৪৬০০.০০	৪৮.৮৫
৩২৫৭৩০১	অনুষ্ঠান/উৎসবাদি (বিশেষ ব্যয়)	৮০০০০০০.০০	৭৫২৪৪৩৩.০০	৪৭৫৫৬৭.০০	৯৪.০৬
৩২৫৮১০১	মোটরযান (মেরামত ও সংরক্ষণ)	৫০০০০০.০০	২৮১৭৮২.০০	২১৮২১৮.০০	৫৬.৩৬
৩২৫৮১০২	আসবাবপত্র (মেরামত ও সংরক্ষণ)	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৩২৫৮১০৩	কম্পিউটার (মেরামত ও সংরক্ষণ)	১০০০০০.০০	৫০৯৫০.০০	৪৯০৫০.০০	৫০.৯৫
৩২৫৮১০৪	অফিস সরঞ্জামাদি (মেরামত ও সংরক্ষণ)	৫০০০০.০০	২৮৪০০.০০	২১৬০০.০০	৫৬.৮০

অর্থনৈতিক কোড	বিবরণ	২০২০-২১ অর্থবছরের বাজেট সংশোধিত বাজেট বরাদ্দ বিভাজন	জুলাই/২০ হতে জুন/ ২০২১ পর্যন্ত ব্যয়	অবশিষ্ট (৩-৪)	শতকরা হার
১	২	৩	৪	৫	৬
৩২৫৮১০৫	অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি (মেরামত ও সংরক্ষণ)	৫০০০০.০০	৩৭০০০.০০	১৩০০০.০০	৭৪.০০
৩২৫৮১০৮	অন্যান্য ভবন ও স্থাপনা (মেরামত ও সংরক্ষণ)	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৩২৫৮১৪০	মোটরযান রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়	১২০০০০০.০০	১২০০০০০.০০	০.০০	১০০.০০
	উপমোট পণ্য ও সেবা বাবদ সহায়তা (৩):	২৮৫৭০০০০.০০	২৪৭৩৬৬২১.০০	৩৮৩৩৩৭৯.০০	৮৬.৫৮
৩৬	অনুদান			০.০০	০.০০
৩৬৩১১৯৯	অন্যান্য অনুদান	১০৩০০০০.০০	১০২৪১২২.০০	৫৮৭৮.০০	৯৯.৪৩
	উপমোট (৪):	১০৩০০০০.০০	১০২৪১২২.০০	৫৮৭৮.০০	৯৯.৪৩
৩৮	অন্যান্য অনুদান ব্যয়			০.০০	০.০০
৩৮২১১০২	ভূমি উন্নয়ন কর	৪৮০০০.০০	০.০০	৪৮০০০.০০	০.০০
৩৮২১১০৩	পৌর কর	১৭০২০০০.০০	১৭০১৩২৪.০০	৬৭৬.০০	৯৯.৯৬
	উপমোট (৫):	১৭৫০০০০.০০	১৭০১৩২৪.০০	৪৮৬৭৬.০০	৯৭.২২
৪১	যন্ত্রপাতি অনুদান			০.০০	০.০০
৪১১২৩১০	অফিস সরঞ্জামাদি	৩০০০০০.০০	২৯২৩৬৫.০০	৭৬৩৫.০০	৯৭.৪৬
৪১১২৩১৬	অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি	১৫০০০০.০০	১৪৭৪৩০.০০	২৫৭০.০০	৯৮.২৯
	উপমোট (৬):	৪৫০০০০.০০	৪৩৯৭৯৫.০০	১০২০৫.০০	৯৭.৭৩
৪১	তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি অনুদান			০.০০	০.০০
৪১১২২০২	কম্পিউটার এবং আনুষঙ্গিক	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		-	০.০০	০.০০	০.০০
	উপমোট (৭):	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৪১	অন্যান্য মূলধন অনুদান			০.০০	০.০০
৪১১২৩১৪	আসবাবপত্র	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৪১৩১১০১	যাদুঘর শিল্পকর্ম, পেইন্টিং আর্কাইভ ও চলচ্চিত্র	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	উপমোট (৮) :	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	সর্বমোট সহায়তা হিসেবে প্রাপ্য বাজেট (১+২+৩+৪+৫+৬+৭+৮):	৪৬০০০০০০.০০	৪১৭০৫৫৬৯.০০	৪২৯৪৪৩১.০০	৯০.৬৬

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (আমাই)

ইউনেস্কো ক্যাটেগরি-২ ইনস্টিটিউট

মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শহীদ ক্যাপ্টেন মনসুর আলী সরণি, ১/ক সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

Website: www.imli.gov.bd, E-mail: imli.moebd@gmail.com